দৈনিক বাংলা

096

তারিখ ... ... 22/6/78 ...
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম ... 2 ...

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার '৭৮ প্রসঙ্গে

(সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি)

তৃতীয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। '৭৬ সালে এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয় চলচ্চিত্র শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্যে। এই পুরস্কারে শিল্পীদের প্রদান করা হয় সনদপত্র। শ্রেষ্ঠ ছবির প্রযোজক ও শ্রেষ্ঠ পরিচালক সনপত্রের সঙ্গে পান নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

পুরস্কার প্রদান করা কঠিন কিছু নয়—ঢাকায় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বন্যা দেখলে তাই মনে হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠান আছে—যাঁরা নিজেদের সংস্কৃতির অগ্রপথিক বলে দাবী করেন কিন্তু কর্মউদ্যম বছরে একটি চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ পুরস্কার প্রদান এক ধরনের লাভজনক ব্যবসা। প্রচার দিয়ে বিচারকের নাম ঘোষণা করে, প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া নিয়ে, ট্যাক্স মওকুফ করিয়ে টিকিট বিক্রি করে সপ্তাহব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসব করা হয় তার পর একটি করে প্রতীক ধরিয়ে দেয়া হয় শিল্পীদের হাতে কোন উপদেষ্টা বা অধ্যাপকের হাত দিয়ে।

এর ভেতর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ঘোষণা প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ঘোষণার পর হাটে-বাজারে বিতরণ করা পুরস্কারের মোহ শিল্পীদের নেই। কারণ শিল্পীরা জাতীয় স্বীকৃতিরই বেশী কামনা করেন। যদিও হওয়া উচিত ছিল উল্টো। সরকারী পুরস্কারে কিছু বাধা-নিষেধ থাকে, বাধ্যবাধকতাও থাকতে পারে—কিন্তু বিদ্দজনের দেওয়া পুরস্কার অনেক দেশে বেশী মূল্যবান। এখানে কেন হয়নি তার কারণ আগেই বলা হয়েছে। বরং সরকারী পুরস্কার প্রদান ব্যবসার বাজারে মন্দা এনেছে।

পুরস্কার প্রদান কঠিন নয়—কিন্তু কঠিন বিচার—কঠিন রায় প্রদান। যেকোন পুরস্কার সম্পর্কে সঠিক রায় দেয়া কঠিন কারণ উৎকর্ষতার কোন শেষ সীমা নেই। শেষ সীমা না থাকলে প্রাথমিক মান থাকা উচিত। প্রত্যেক বিচারককে প্রাথমিক মান সম্পর্কে সজাগ থাকতে আগেও বলা হয়েছে। পুরস্কার যে দিতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। যদি কোন বিশেষ বিভাগে যোগ্য শিল্পী না থাকেন সে বিভাগটি বাদ দেয়া যেতে পারে এক বছরের জন্যে। প্রশ্ন উঠতে পারে : শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য, শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। উৎসাহ প্রদান যেখানে মুখ্য সেখানে কোনো কোনো চলচ্চিত্র নির্মাণকে অনুৎসাহিত করা কি প্রয়োজনীয় নয়? শিল্পমান যেখানে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি নয় তখন নিশ্চয়ই আরো কিছু নীতিমালা রয়েছে যা অশোভনকে প্রতিরোধ করতে পারে?

জাতীয় পুরস্কারের জন্যে কিছু নীতিমালা প্রণয়ন ও তা প্রকাশ করা প্রয়োজন। এই প্রশ্ন আসছে বিচারের ধারা দেখে। বিচারের ক্ষেত্রে নীতিমালা শুধু উৎসাহ প্রদান হতে পারে না। বলতে হবে কোন ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণকে উৎসাহিত করা হবে। তাছাড়া কতকগুলো বিষয় অর্থহীন মনে হয়। যেখানে সাকুল্যে ৩টি রঙিন ছবি সেখানে আলাদা করে রঙিন ছবির চিত্রগ্রহণের পুরস্কার যৌক্তিক নয়। এটা সামগ্রিক বিচারের (সাদা-কালো ও রঙিন) ভিত্তিতে হওয়া উচিত ছিল।

এবার যারা পুরস্কার পেলেন তারা হচ্ছেন :

শ্রেষ্ঠ ছবি—বসুন্ধরা, শ্রেষ্ঠ পরিচালক—সুভাষ দত্ত (বসুন্ধরা), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—বুলবুল আহমদ (সীমানা পেরিয়ে), শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেত্রী—ববিতা (বসুন্ধরা), শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা—হাসান ইমাম (বসুন্ধরা), শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী—মিসেস শাবানা (জননী), শ্রেষ্ঠ গায়িকা—রুনা লায়লা (যাদুর বাঁশী), শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক—আজাদ রহমান (যাদুর বাঁশী), শ্রেষ্ঠ সম্পাদক—মরহুম বশীর হোসেন (সীমানা পেরিয়ে), শ্রেষ্ঠ গল্পকার—আলাউদ্দিন আল-আজাদ (বসুন্ধরা), শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য—আহম্মদ জামান চৌধুরী (যাদুর বাঁশী), শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রকার (রঙীন)—জনাব এম এ মোবিন (সীমানা পেরিয়ে), শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্র শিল্পী (সাদা-কালো)—রেজা লতিফ (অনন্ত প্রেম), শ্রেষ্ঠ সংলাপ—আলমগীর কবীর (সীমানা পেরিয়ে) এবং শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক—মহিউদ্দিন ফারুক (বসুন্ধরা)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক এবং প্রত্যেক প্রযোজককে ২৫ হাজার করে টাকা এবং একটি করে ট্রফি এবং অন্যদের একটি করে ট্রফি দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদক ওবায়দুল হকের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের বিচারকমন্ডলী এই নির্বাচন করেন।